গাংনীতে বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭২তম জন্মদিন পালিত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জৈষ্ঠ্য পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭২তম জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনা সভা করেছে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা প্রশাসন। আজ বৃহষ্পতিবার সকালে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাকক্ষে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন, বিশেষ অতিথী ছিলেন সাবেক সাংসদ বীরমুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন, পৌরমেয়র আহম্মেদ আলী, সহকারী কমিশনার(ভূমি) নাজমুল আলম। বক্তারা বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন । এসময় সাবেক মুক্তি যোদ্ধা কমান্ডার মুন্তাজ আলী,সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান একেএম শফিকুল আলম,উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশারফ হোসেন,সাধারণ সম্পাদক মোঃ শফি কামাল পলাশ উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে সরকারী বেসরকারী অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারী, রাজনৈতিক নের্তৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলিগের আয়োজনে ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭২তম জন্মদিন পালন

মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউদ্দীন বিশ্বাসের নেতৃত্বে কেক কেটে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জোষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপটেন শেখ কামালের ৭২ তম জন্মবার্ষিকী পালন করেছে উপজেলা আওয়ামীলীগ।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টার দিকে কেদারগঞ্জ বাজারের উপজেলা আওয়ামীলীগের কার্যালয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউদ্দীন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় উপস্হিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামীলীগের (সাবেক) সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা ভাইস চেয়ামম্যান আলহাজ্ব রফিকুল ইসলাম মোল্লা,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন,মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি রেজাউর রহমান (নান্নু) সম্পাদক আব্দুরর রহমান (বল্টু), বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের (সাবেক)সাধারণ সম্পাদক ও কেদারগন্জ বাজার ব্যাবসায়ী কমিটির সভাপতি কুতুবউদ্দীন মল্লিক,বাগোয়ান ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আজিজুর রহমান মুংলা,সম্পাদক বাবুল মল্লিক,ইউপি সদস্য আনারুল ইসলাম,শংকর বিশ্বাসসহ আওয়ামীলীগ,যুবলীগ, সেচ্ছাসেবকলীগ,ছাত্রলীগে নেতা কর্মীবৃন্দ।
আলোচনা সভা শেষে জাতির জনকের পরিবারের মাগফিরাত ও শান্তিরকামনা করে দোয়া করা হয় এবং কেক কেটে বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপটেন শেখ কামালের ৭২ তম জন্মবার্ষিকী পারন করা হয়।

কুষ্টিয়ায় করোনায় আরও ১১ জনের মৃত্যু, মোট মৃত্যু ৫৮৯

কুষ্টিয়ায় গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে আরও ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এরমধ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ৯ জন এবং উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন ২ জন। একই সময়ে ৫৯০টি নমুনা পরীক্ষা করে ২৩১ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার ৩৯ দশমিক ১৫ শতাংশ।

বৃহস্পতিবার করোনা ডেডিকেটেড কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের উপ-পরিচালক ডা. আব্দুল মোমেন এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, ‘গতকাল বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা পর্যন্ত এই মৃত্যু ও শনাক্ত হয়’। ‘করোনা ও উপসর্গ নিয়ে মারা যাওয়া সবাই কুষ্টিয়া করোনা ডেডিকেটেড ২৫০-শয্যা জেনারেল হাসপাতাল ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডাঃ আশরাফুল আলম জানান, বর্তমানে হাসপাতালে ২৭৭ জন ভর্তি আছেন। জেলায় হোম আইসোলেশনে আছেন দুই হাজার ৯৮৮ জন। গতকাল জেলায় সুস্থ হয়েছেন ১২৩ জন।

কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডাঃ এএইচএম আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, কুষ্টিয়ায় এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৫ হাজার ৫০৩ জন এবং মারা গেছেন ৫৮৯ জন।

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ২৮ জন করোনা আক্রান্ত! মৃত্যু-৩

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ২৮ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। মৃত্যুবরণ করেছেন ৩ জন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদরে ১৬ জন, গাংনীতে ০৫ জন, মুজিবনগর ০৭ জন।

বুধবার রাতে মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ১৩৭ টি। তারমধ্যে ২৮ জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৫০৯ জন। তার মধ্যে সদরে ১৭৬ জন, গাংনীতে ২৩৮ জন এবং মুজিবনগরে ৯৫ জন।

এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ১৪৬ জন । মৃতদের মধ্যে সদরে ৬৬ জন, গাংনী ৪৯ জন ও মুজিবনগরে ৩১ জন।

এসময় তিনি সকলকে সামাজিক দুরত্ব,নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া,মাস্ক ব্যবহার, জন-সমাগম এড়িয়ে চলা এবং হাচি কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যাবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

কালীগঞ্জে লাশের শিউরে দাঁড়ানো যেনো নিত্য রুটিন এমপি আনারের

ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিম আনার। বর্তমানে তিনি দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ সরকারের নির্বাচিত সংসদ সদস্য এবং উপজেলা আওয়ামীলীগের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক। ছাত্রজীবন থেকে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের আদর্শে নিয়ে রাজনীতিতে পা রাখেন।

স্থানীয় পৌর নির্বাচনে কমিশনার নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি ভোটের রাজনীতি শুরু করেন। পরবর্তীতে অনেক ভোটের ব্যবধানে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে জয়ী হয়ে উপজেলা চেয়ারম্যান এর দ্বায়িত্ব পালন করেন। জাতীয় নির্বাচনগুলোতেও তিনি অনেক ভোটের ব্যবধানে প্রতিদ্ব›দ্বী প্রার্থীদের কে পরাজিত করেন ।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ঝিনাইদহ ৪ নির্বাচনী এলাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অনেক নেতার জন্ম হয়েছে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মেয়াদে তারাও ক্ষমতায় থেকে জনগণের সেবা করেছেন। আনোয়ারুল আজিম আনারও কমিশনার থেকে এমপি হয়ে ঝিনাইদহ-৪ নির্বাচনী এলাকার জনগণের সেবা করে যাচ্ছেন। সত্য, সুন্দর এবং সাধারণত্ব দিয়ে এম পি আনার নিজের জন্য স্বতন্ত্র একটি স্টাইল তৈরি করে চলছেন। তার অনেকগুলো ভালো কাজের একটি হলো, মৃত ব্যক্তির শেষকৃর্তি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা।

এলাকায় থাকাকালীন সময়ে যদি একই দিনে একাধিক ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ পান তাহলেও তিনি নিজে বাইক চালিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে মৃত ব্যক্তির ধর্ম অনুযায়ী শেষকৃত্য অনুষ্ঠান অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি শোকাহত পরিবারকে সমবেদনা জানান। দীর্ঘদিন ধরে তিনি এই কাজটি করে আসছেন।

কয়েক সহস্র শেষকৃর্তি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। ব্যতিক্রমী এই কাজটি কেবল ঝিনাইদহেই নয় অন্য কোনো নির্বাচনী এলাকার সংসদ সদস্যকে করতে দেখা যায়নি। ঝিনাইদহ ৪ আসনের সাধারণ জনগণ এম পি আনারের ব্যাতিক্রমী এই কাজের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির দাবি জানায় সরকারের নিকট।

মোবারকগঞ্জ সুগার মিলস লিমিটেড এর ও এ পি গোলাম রসুল জানান, অভাবনীয় নেতৃত্ব গুণে গুণান্বিত ঝিনাইদহ ৪ আসনের সাংসদ আনোয়ারুল আজিম আনার। ব্যতিক্রমী কিছু কর্মকান্ডের মাধ্যমে তিনি তার নির্বাচনী এলাকায় জনগণের খুব কাছের মানুষের পরিণত হয়েছেন।

সামনে-পেছনে নেই কোন গাড়ির বহর, নেই কোনো পুলিশি পাহারা নিজ বাইকে চেপে নির্বাচনী এলাকার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছুটছেন প্রতিনিয়ত। সকাল সাতটা থেকে শুরু করে গভীর রাত অব্দি জনগণের সেবাই নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। নির্বাচনী এলাকায় যতগুলো মৃত্যুসংবাদ তার কানে পৌঁছায় তিনি প্রতিটি মৃত ব্যক্তির শিওরে হাজির হয়ে যান। তার দৈনন্দিন সকল কাজের মধ্যে এটি একটি অন্যতম কাজ হিসেবে তিনি তা প্রতিনিয়ত করে চলেছেন।

এ ব্যাপারে সাংসদ আনোয়ারুল আজীম আনার জানান, জনগণ আমাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে তাদের সেবা করার জন্য। আমি এখন জনগণের কাছে দ্বায়বদ্ধ, আমি এখন তাদের সেবক। দেশনেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে আমি করোনাকালেও জনগনের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি, এখনো আছি। আমি আমার নির্বাচনী এলাকার মানুষের জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত আছি।

তিনি সূরা আম্বিয়ার ৩৫ নাম্বার আয়াত ‘প্রত্যেক প্রাণই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে । আমি তোমাদের ভালো ও খারাপ অবস্থা দিয়ে পরীক্ষা করি । আর আমারই কাছে তোমাদের ফিরে আসতে হবে’- উল্লেখ করে বলেন, আমার এলাকার কোনো ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ পেয়ে যখন আমি সেখানে উপস্থিত হই তখন নিজেকে তাদের একজন বলে মনে হয়। তারাও আপনজন হিসেবে আমাকে গ্রহণ করে। অন্যরকম এক আবেগঘন মুহূর্তের সৃষ্টি হয় সেসময়, যা আমি হৃদয় দিয়ে অনুভব করি।

জীবননগরে দুস্থ অসহায় পরিবারের

মাঝে উপহার সামগ্রী বিতরণ

জীবননগরে মহামারী করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ দুস্থ অসহায় পরিবারের মাঝে উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।
গতকাল বুধবার সকাল ৯টার সময় জীবননগর শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের আয়োজনে উপজেলার ৪৮টি পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ হয়। শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন জীবননগর এরিয়ার সহকারি পরিচালক শাহাজামালের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরিফুল ইসলাম।বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,জীবননগর পৌর কাউন্সিলার জয়নাল আবেদীন,সাংবাদিক মিঠুন মাহমুদ প্রমুখ।

ঝিনাইদহে ফসলী জমির পাশের ইটভাটা বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহে ফসলী জমির পাশে গড়ে ওঠা অবৈধ ইটভাটা উচ্ছেদের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে। বুধবার সকালে সদর উপজেলার উত্তর কাস্টসাগরা গ্রামে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে গ্রামবাসী। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ওই গ্রামের ৩ শতাধিক নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ ও শিশুরা অংশ নেয়। এসময় বক্তব্য রাখেন ওই গ্রামের ইউপি সদস্য মিজানুর রহমান মিজু, আব্দুস সাত্তার শেখ, ইনছার মালিথা, সাইফুল ইসলাম, আশরাফুল ইসলাম, মনিরুল ইসলাম ও আলামিন। এসময় বক্তারা অভিযোগ করে বলেন, উত্তর কাস্টসাগরা গ্রামের মহাসড়ক ও এলজিইডির সড়কের পাশে অবৈধভাবে ফাইভ স্টার নামের ইটভাটা স্থাপন করা হয়েছে। যে কারণে পাশের জমির ফসল নষ্ট হচ্ছে। দুষণ হচ্ছে পরিবেশ। ইটভাটা মালিক জাহাঙ্গীর আলম মুছা ভাটার পাশের রাস্তা দখল করেছে। গ্রামের শত শত কৃষক ওই রাস্তা দিয়ে মাঠে চাষাবাদ করতে যেত। কোন কারণে কৃষকের তার ইটভাটার উপর গেলে মারধর করে। সম্প্রতি ২ কৃষককে পিটিয়ে ও কুপিয়ে মারাত্বক যখম করেছে মুছা ও তার ভাটার শ্রমিকরা।

বক্তারা, দ্রæত ইটভাটা অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার দাবি জানান। এ দাবি মানা না হলে কঠোর কর্মসূচীর হুশিয়ারি প্রদাণ করেন তারা। এ ব্যাপারে ইটভাটা মালিক জাহাঙ্গীর আলম মুছা জানান, ঘটনার দিন উত্তর কাস্টসাগরা গ্রামের কবির ও তার ভাই সাইফুল পরিকল্পিত ভাবে আমার মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করে। পরে আমার ইট ভাটার শ্রমিক ও ভাইয়েরা ঠেকাতে গিয়ে কবির ও তার ভাই সামান্য আহত হয়। তিনি বলেন ইট ভাটার মধ্য দিয়ে তাদের রাস্তা দিতে হবে। আমার লীজ নেওয়া জমির উপর দিয়ে আমি কেন রাস্তা দেব। তাছাড়া ভাটার এক পাশ দিয়ে তো রাস্তা আগেই দিয়েছি। কিন্তু তারা ইট ভাটার সব দিক থেকে রাস্তা নিতে চাই। এ নিয়ে একটি মহল মানববন্ধন ও নানা অপতৎপরতা চালাচ্ছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ও কাজিপুর ইউপি চেয়ারম্যান রাহাতুল্লাহর ইন্তেকাল

বীর মুক্তিযোদ্ধা ও গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সাহেবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষক রাহাতুল্লাহ (৮২) বার্ধক্য জনীত কারনে বরণ করেছেন। ইন্না লিল্লাহ ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন। বুধবার ভোরে কাজিপুর গ্রামে নিজ বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তিনি গাংনী উপজেলা বিএনপির সহ সভাপতি ও কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ছিলেন। আজ দুপুরে কাজিপুর ডিগ্◌্রী কলেজ মাঠে নামাজে জানাজা শেষে দাফন করা হবে।

জানা গেছে, গত দুই বছর ধরে তিনি নানা রোগে অসুস্থ হয়ে নিজ বাড়িতে চিকিৎসাধীন ছিলেন। গত ৭ জুলাই গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নমুনা পরীক্ষায় তিনি করোনা পজিটিভ হন। পরে পরীক্ষায় নেগেটিভ হয় বলে জানায় তার পরিবারের একটি সুত্র। চিকিৎসকদের পরামর্শে বাড়িতেই চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি।

রাহাতুল্লাহ স্থানীয় বিএনপির জনপ্রীয় নেতা ছিলেন। চলতি মেয়াদসহ

আরও দুইবার তিনি কাজিপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। তার মৃত্যুতে বিএনপি নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ শোক প্রকাশ করেছেন।
আকতারুজ্জামান
মেহেরপুর

গড়াই নদীর ভাঙ্গন রোধে বাঁধ নির্মাণ করছে স্থানীয়রা

এখানে মিলে গেছে কবি গুরুর সেই গানের পংক্তি, ‘‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে’’। গড়াই নদীর অব্যাহত ভাঙ্গনে বদলে যাচ্ছে ঝিনাইদহের শৈলকুপার গড়াই নদী পাড়ের দৃশ্যপট। গ্রামের পর গ্রামের বেশীর ভাগ অংশ বিলীন হয়ে গেছে নদীতে । নদী পাড়রে বাসিন্দারা বাঁধ নির্মাণে কোন জন প্রতিনিধি, মেম্বার, চেয়ারম্যান, এমপি সহ দায়িত্বশীল ও স্থানীয় প্রশাসনের কাউকেই পাচ্ছে না। এমন অবস্থায় ভাঙ্গনকবলিত অসহায় মানুষগুলো নিজেরাই মাটি কেটে বস্তায় ভরে কোলে-পিঠে, ঘাড়ে বাঁধিয়ে ফেলছে ভাঙ্গনপাড়ে । এরই মাঝে ১হাজার বস্তা বালি-মাটি তারা ফেলেছে। ঘুম-খাওয়া- দাওয়া, স্বজন-পরিজন, সাংসারিক কাজ ফেলে ভোর হলেই সবাই ঝুড়ি-কোদাল আর বস্তা নিয়ে নেমে পড়ছে মাঠে। ভ’মিহীন, অসহায় আর সর্বস্ব হারানো শ্রমজীবি মানুষগুলোর এমন উদ্যোগ এক অভাবনীয় মেলবন্ধনে আবদ্ধ করেছে সবাই কে। কিন্তু তারা জানেনা যেখানে কোটি কোটি টাকার স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ অত্যাবশ্যক সেখানে এমন বালি-মাটির বস্তা ফেলে কতদিন ঠেকাতে পারবে তাদের বাড়িঘর! বড়ুরিয়া গ্রামের আবু বক্কর সিদ্দিক জানান, নিজেরা মাটি কেটে বস্তা ভরে ভাঙ্গনের মুখে ফেলে বাড়ি-ঘর রক্ষার চেষ্টা করছি। কেউ তো আমাদের পাশে নেই !
সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, ঝিনাইদহের শৈলকূপায় গড়াই নদীর অবিরাম ভাঙ্গনে বদলে যাচ্ছে সারুটিয়া,হাকিমপুর ও ধলহরাচন্দ্র ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি গ্রাম। গ্রামগুলির মসজিদ-মন্দির, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান,

কুষ্টিয়ায় আরও ৭ জনের মৃত্যু, নতুন শনাক্ত ১৪৩

কুষ্টিয়ার করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালে আরও ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে করোনায় ছয়জন এবং উপসর্গ নিয়ে একজন মারা গেছেন।

মঙ্গলবার (০৩ আগস্ট) সকাল ৮টা থেকে বুধবার (০৪ আগস্ট) সকাল ৮টা পর্যন্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. এম এ মোমেন এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, ২০০ শয্যার করোনা ইউনিটে সোমবার সকাল ৯টা পর্যন্ত রোগী ভর্তি রয়েছেন ২২৭ জন। এর মধ্যে করোনা নিয়ে ভর্তি রয়েছেন ১৮৮ জন এবং ৩৯ জন উপসর্গ নিয়ে ভর্তি রয়েছেন।

এদিকে নতুন ৩৮৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১৪৩ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। নমুনা পরীক্ষা বিবেচনায় করোনা শনাক্তের হার ৩৬ দশমিক ৭৬ শতাংশ।

নতুন করে শনাক্ত হওয়া ১৪৩ জনের মধ্যে কুষ্টিয়া সদরের ৭৪ জন, দৌলতপুরের ১১ জন, কুমারখালীর পাঁচজন, ভেড়ামারার ১০ জন, মিরপুরের ২১ জন এবং খোকসা উপজেলার ২২ জন রয়েছেন।

জেলায় করোনায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৮৯ জনে। করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫ হাজার ২৭২ জনে।

এখন পর্যন্ত জেলায় ৮৯ হাজার ৮১ জনের নমুনা পরীক্ষার জন্য নেওয়া হয়েছে। নমুনা পরীক্ষার প্রতিবেদন পাওয়া গেছে ৮৩ হাজার ৪২০ জনের। বর্তমানে কুষ্টিয়ায় সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৩ হাজার ১৬৩ জন।